প্রিয় নবির (স.) সাথে একদিন

মূল
আহমদ ভন ডেনফর

অনুবাদ
সৈয়দ মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন

সম্পাদনা
অধ্যাপক এ কিউ এম আবদুস শাকুর খন্দকার

BiiT
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

সূচি

	মুখবন্ধ	০৫
	প্রাক্‌কথন	১৭
	ভূমিকা	১৯
	অনুবাদকের কথা	২১
১.	আল্লাহর নামে শুরু করা	২৫
২.	নিয়মিত কাজ	২৬
৩.	রাত জাগা ও অতি সকালে ঘুম থেকে ওঠা	২৭
৪.	ডান হাতের ব্যবহার	৩২
৫.	প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ	৩৩
৬.	অজু	৩৫
৭.	গোসল	৩৬
৮.	শেষ রাতের নামাজ	৩৭
৯.	প্রাত্যহিক নামাজসমূহ	৩৮
১০.	আল্লাহর কাছে বিনীতভাবে প্রার্থনা করা	৪২
১১.	ফজরের নামাজ	৪৪
১২.	সকালে কুরআন অধ্যয়ন	৪৬
১৩.	এশরাকের নামাজ	৪৭
১৪.	ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি ও প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ	৪৮
১৫.	পোশাক	৫১
১৬.	খাওয়া ও পান করা	৫৫
১৭.	ঘর থেকে বের হওয়ার নিয়ম	৬১
১৮.	সালাম দেওয়া	৬২

১৯. হাঁচি দেওয়া ও হাই তোলা ৬৪
২০. জীবিকা উপার্জন ৬৬
২১. সাধারণ আচরণ ৭০
২২. কথা বলার রীতিনীতি ৭৯
২৩. জোহরের নামাজ ৮৩
২৪. মানুষের সাথে বসবাস করা ৮৪
২৫. একত্রে ওঠা-বসা করা ৮৭
২৬. আসরের নামাজ ৯১
২৭. দেখাসাক্ষাৎ ৯২
২৮. রোগী দেখতে যাওয়া ৯৫
২৯. সদকা ৯৬
৩০. উপহার দেওয়া ৯৮
৩১. মাগরিবের নামাজ ৯৯
৩২. প্রতিবেশী ১০০
৩৩. অতিথি ১০২
৩৪. পরিবার ১০৩
৩৫. জ্ঞানার্জন এবং শিক্ষাদান ১০৭
৩৬. এশার নামাজ ১০৯
৩৭. বিতর নামাজ ১১০
৩৮. সহবাস ১১১
৩৯. ঘুমানো ১১২
৪০. আল্লাহর স্মরণ ১১৪

উপসংহার ১১৫

মুখবন্ধ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾
[الأحزاب : ٢١]

নিশ্চয় তোমাদের জন্য রয়েছে রাসূল্লাহ'র মধ্যে উত্তম আদর্শ। (সূরা আল-আহযাব, আয়াত ২১)

শিক্ষণীয়

১. সকল কাজে রাসূলের (স:) আদর্শ অনুসরণ করে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভের জন্য চেষ্টা করা।

২. রাসূলের (স.) আদর্শ বাদ দিয়ে কাজকর্মে অন্য কোনো আদর্শ অনুসরণ করা কার্যত আল্লাহর সাথে দ্বিমত পোষণ করার শামিল। কোনো কাজে রাসূলের (স:) নীতি বাদ দিয়ে অন্য কোনো নেতা বা নীতির অনুসরণ করা উচিত নয়।

عَنِ الْحَسَنِ (رَض) قَالَ: لَمَّا بَعَثَ اللهُ مُحَمَّدًا ﷺ قَالَ: هٰذَا نَبِيْ، هٰذَا خِيَارِيْ، آنِسُوْابِهِ، وَخُذُوْا فِيْ سُنَّتِهِ وَسَبِيْلِهِ، لَمْ تَكُنْ تُغْلَقْ دُوْنَهُ الْأَبْوَابُ، وَلَا تَقُوْمُ دُوْنَهُ الْحَجَبَةُ، وَلَا يُغْدى عَلَيْهِ بِالْجِفَانِ، وَلَا يُرَاحُ عَلَيْهِ بِهَا، يَجْلِسُ بِالْأَرْضِ، وَيَأْكُلُ طَعَامَهُ بِالْأَرْضِ، وَيَلْبِسُ الْغَلِيْظَ، وَيَرْكَبُ الْحِمَارَ، وَيَرْدِفُ بَعْدَهُ، وَيَلْعَقُ أَصَابِعَهُ، وَكَانَ يَقُوْلُ: مَنْ يَرْغَبُ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ. (اَلطَّبَقَاتُ لِابْنِ سَعَدٍ)

হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত : আল্লাহ যখন মুহাম্মদ (স.)-কে পাঠালেন তখন বললেন যে, এই আমার মনোনীত নবি। তাঁকে ভালোবাসো, তাঁর নিয়মনীতি মেনে নাও, তাঁর পথ অনুসরণ করো। তাঁর দরজা বন্ধ রাখা হয় না। তাঁর জন্য কোনো দ্বাররক্ষী দাঁড়ায় না, আর না সকাল-বিকাল থালাভর্তি খাদ্য তার জন্য পরিবেশন করা হয়। তিনি মেঝেতে বসেন এবং মেঝেতে বসেই আহার করেন। তিনি মোটা কাপড় পরিধান করেন, অন্যকে সাথে নিয়ে গাধায় আরোহণ করেন, আঙুল চেটে খান। তিনি বলেন, যে আমার সুন্নাতকে পছন্দ করে না সে আমার উম্মত নয়। (*তাবকাত ইবনে সা'দ)।*

শিক্ষণীয়

আল্লাহ নবির (স.) জীবনযাপনের যে পদ্ধতি এখানে বর্ণনা করেছেন তা অত্যন্ত স্পষ্ট। এটা কোনো সাধারণ মানুষের জীবনপদ্ধতি নয়। বরং মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষটির জীবনপদ্ধতি। কাজেই এ পদ্ধতি অনুসরণে কোনো রাজা-বাদশা এবং বিত্তশালী মানুষের মর্যাদাহানি হওয়ার আশঙ্কা নেই। নবির (স.) পর ইসলামি দুনিয়ার প্রথম চার শাসক আবু বকর (রা.), উমর (রা.), ওসমান (রা.) এবং আলী (রা.) এ পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। এমন জীবনযাপনের কারণে শুধু সমসাময়িককালে নয় বরং চৌদ্দশ' বছর পরও তাদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয় এবং আখিরাতেও তাঁরা আল্লাহর নিকট পরম মর্যাদাশীল হবেন। এই অনাড়ম্বর জীবনপদ্ধতি অভ্যাস করলে মানুষ সর্বাবস্থায় সন্তুষ্ট থাকতে পারে। সকল অবস্থায় সন্তুষ্টি শান্তির জন্য অত্যন্ত সহায়ক।

প্রাক্‌কথন

একটি সাধারণ দিন আমাদের অনেকের কাছে তেমন গুরুত্বের দাবি রাখে না। এতদসত্ত্বেও আমাদের দৈনন্দিন জীবনের মান আমাদের শান্তি ও সুখের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ জীবনযাপন আনন্দ-উল্লাসময় হতে পারে, আবার হতে পারে দুঃখভারাক্রান্ত, বিরক্তিকর এবং অর্থহীন কর্মকাণ্ড। এসব নির্ভর করে আমরা প্রতিদিনের জীবন কীভাবে কাটাই এবং জীবন সম্পর্কে আমরা কী মনোভাব পোষণ করি তার ওপর। আরো নির্ভর করে প্রতিদিনের ঘন্টাগুলো আমরা কোন কর্মকাণ্ড দিয়ে পূর্ণ করি তার ওপর। জীবনযাপন প্রক্রিয়াকে আমরা এড়িয়ে চলতে পারি না। আমাদের অন্তরের গভীরে প্রতিনিয়ত চলছে অর্থবহ আনন্দ-উল্লাসময় এক জীবনের আকুল আকাঙ্ক্ষা। এই আকুল আকাঙ্ক্ষা আমাদের যুগে এসে অতিরিক্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে। আমাদের মনের আবিষ্ট অবস্থা যাকে আমরা life style বলে অভিহিত করে থাকি তা থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। আধুনিক ফ্যাশন প্রতিদিন নিত্যনতুন রূপ নিয়ে আবির্ভূত হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু প্রকৃত জীবনকে জীবনযাত্রাপ্রণালী থেকে সুকৌশলে পরিহার করা হয়েছে। জীবনের আসল রূপটা যেন চিরতরে হারিয়ে গেছে।

নবি (স.) যে জীবনযাপন প্রণালী অনুসরণ করেছেন এবং যা অন্যের জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে পেশ করেছেন তা অনুসরণ করে বর্তমান পরিস্থিতিতেও আমরা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করব যে, জীবনের এক সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়েছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা নবির (স.) জীবনের একটি দিনের চিত্রাঙ্কন করে আমাদের আহ্বান করছে এই অনন্য বৈশিষ্ট্যময় জীবনযাত্রাপ্রণালী অনুসরণ করতে। এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে কোনো বই, বিশেষ করে এই ক্ষুদ্র সাইজের একটি বই নবি (স.)-এর উন্নত নিখুঁত জীবনকে উপস্থাপন করতে সক্ষম নয়। এতদসত্ত্বেও আশা করি আমার সাথি ভাই আহমদ ভন ডেনফর এ কাজে যতটুকু সফল হয়েছেন তা অনেককে নবি (স.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতে প্রেরণা জোগাবে। নবি (স.) হচ্ছেন, আমাদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ (কুরআন ৩৩:২১)। এবং তিনি হচ্ছেন মানবজাতির জন্য রহমতস্বরূপ (কুরআন ২১:১০৭)।

নবির (স.) জীবনপদ্ধতির একটা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য অন্তর্নিহিত দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ আমাদের জন্য কল্যাণকর হবে, যদিও কেউ এ আশা করতে পারে না যে, তাঁর জীবনের এই বিশেষ দিকটার প্রতি পূর্ণ সুবিচার করা সম্ভব। তাঁর অনাড়ম্বর জীবন ছাড়াও যে বিষয়টা আমার মনে বিশেষভাবে দাগ কেটেছে তা হচ্ছে কোনো সৃষ্ট জিনিস, বিশেষ করে বাহ্যিক ইন্দ্রিয়গোচর কোনো বস্তুবিশেষ

এবং অন্তরের মিথ্যা কল্পনা-আসক্তির দাসত্ব থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন। এ মুক্তজীবন মানুষের জন্য কতই না আনন্দ নিয়ে আসে! বিশেষ করে আমরা যখন জানি যে অগণিত সাধারণ মানুষ দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত ফাঁদে পড়ে নির্যাতনের কৃত্রিম জোয়ালে পিষ্ট হচ্ছে। এ যুগে জীবনদর্শন মানুষের চার পাশের এ ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুবিশেষকেই শুধু প্রাধান্য দেয়, অথচ জীবন সম্পর্কে কোনো সত্য-সঠিক, স্থায়ী সম্বন্ধ বা মূল্যমান নির্ধারণ করে না। এ অবস্থায় নবির (স.) জীবনপদ্ধতি প্রদান করে জীবনের এক নতুন উদ্দেশ্য, এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। এ এমন এক পদ্ধতি, যা জীবনের অতি সাধারণ কার্যক্রমও আল্লাহর দিকে নিবদ্ধ করে। এ কাজ এমনভাবে করা হয় যে, এটা আমাদের সংসারবিমুখ করে না, করে না আমাদের গৃহস্থালির দৈনন্দিন কাজকর্ম থেকে বিরত। বরং এসব কাজ আমাদের জীবন ও অস্তিত্বের প্রাণকেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা করে আল্লাহ পাককে। জীবন এখন আর কোনো অন্তহীন অন্ধকারময় অতীতের বিচারবুদ্ধিহীন শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নিছক এক সম্ভাবনা নয় এবং এর ভবিষ্যৎও চোখে পড়ার মতো অর্থহীন নয়। বরং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সম্পাদিত প্রতিটি কথা ও কাজ আমাদের মূল উৎসের সাথে সম্পৃক্ত এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সঙ্গে নিবদ্ধ।

আমার আশা, এ গ্রন্থের লেখক প্রিয় নবির (স.) সুন্নাত অনুযায়ী জীবনযাপনের জন্য যে আহ্বান করেছেন তা আপনারা গ্রহণ করবেন এবং অন্তত একটা দিন প্রিয় নবির মতো জীবনযাপন করবেন। শান্তি ও সমন্বয়পূর্ণ একটা দিন যাপনের চাইতে বড় রহমত আর কী হতে পারে?

হিজরি শতবার্ষিকী উপলক্ষে ইসলামিক ফাউন্ডেশন নবি (স.) এর জীবনের বিভিন্ন দিকের ওপর বই প্রকাশনার উদ্যোগ নিয়েছে। এই বইটি ওগুলোর একটি। আমরা ভালোভাবে বুঝি, যেকোনো প্রচেষ্টা আমাদের যুগে নবি (স.) এর জীবনের তাৎপর্য ও পয়গাম যথাযথভাবে পৌঁছাতে সক্ষম নয়। কিন্তু আমরা আল্লাহ পাকের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি আমাদের এই মহান দায়িত্ব পালনে যা কিছু করা আমাদের পক্ষে সম্ভব তা করার তওফিক দিন। আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায় তার রহমত বর্ষণ করেন এবং দয়া করে তা কবুল করে নেন।

খুররম জাহ্ মুরাদ
মহাপরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ইউ কে
১ জিলকদ ১৩৯৯ হিজরি, ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দ

[১] আল্লাহর নামে শুরু করা

(١) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « كُلُّ أَمْرٍ لَا يُبْدَأُ فِيْهِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَهُوَ أَجْذَمُ». (تفسير إبن كثير)

(১) নবি (স.)-এর বাণী অনুযায়ী বলা যায়: 'যে কাজ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (অতীব দয়াবান অতিশয় মেহেরবান আল্লাহর নামে শুরু করলাম) বলে শুরু করা হয় না সেই কাজ ত্রুটিপূর্ণ থেকে যায়। (তাফসির ইবনে কাসির)

শিক্ষণীয়

সকল কাজ 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' বলে শুরু করা উচিত। আল্লাহর নামে কাজগুলো করলে কাজে সততা ও পবিত্রতা অর্জিত হয়। অন্যায় ও খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকার সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে আল্লাহর নাম নিয়ে সকল কাজ শুরু করা।